দর্শনায় ফেনসিডিল আটক করার সময় পুলিশের হামলা, এস আই সহ আহত ৪, গ্রেফতার ৩

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ফেনসিডিল আটক করার সময় পুলিশের ৪ পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সদস্যরা আহত হয়ে দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪টার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর স্কুল পাড়ার কবরস্থানের পাশে এঘটনা ঘটে। এঘটনায় পুলিশের উপ-পরিদর্শকসহ ৪ জন আহত হয়েছে।
আহতরা হলেন- দর্শনা থানার এস আই মাহমুদুল হক, এ এসআই শাহিন, এ এস আই মামুন ও এ এস আই ইদ্রিস আলী। তাদেরকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য পাঠানো হয়েছে।

এসময় তিনজন মাদক চোরাকারবারি আটক করে ২৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।

এরা হলেন- দর্শনা পৌরসভার সীমান্তবর্তী ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আসকার আলীর ছেলে হাসেম আলী (৫২) ও তার ছেলে খায়রুল ইসলাম
(৩২) এবং আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুল হাকিম (২৮)।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক ও পুলিশের ওপর হামলায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে েজিানছে দর্শনা থানা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানায়, শনিবার বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এসআই মাহমুদুল হকের নেতৃত্বে ৫ পুলিশ কর্মকর্তা দর্শনার সীমান্তবর্তী ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে মাদক চোরাকারবারি বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় ১০৮ ফেনসিডিলসহ ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আসকার আলীর ছেলে হাসেম আলী (৫২) কে আটক করে পুলিশ।

এসময় খায়রুল ইসলাম ও আব্দুল হাকিম সহ অজ্ঞাত বেশ কয়েকজন অতর্কিত হামলা চালিয়ে আসামী ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুব রহমানের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারিদিক ঘিরে ফেলে অভিযান

চালায়।

এসময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আসকার আলীর ছেলে হাসেম আলী ও তার ছেলে খায়রুল ইসলাম এবং একই গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুল হাকিমকে ২৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করতে সক্ষম হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুব রহমান জানায়, দর্শনা পৌরসভার সীমান্তবর্তী ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযানে এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী হাসেম আলীকে ফেনসিডিলসহ আটক করা হলে পুলিশের ওপর হামলা করে চোরাকারবারিরা।

পরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ পৌঁছে তিন জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এসময় চার পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়।

এ ঘটনায় এস আই মাহামুদুল বাদি হয়ে দর্শনা থানায় সরারী কাজে বাদাসহ ১৫/ ২০ জনের নামে মামলা দায়ের করেছেন যার মামলা নং ৯। অন্যান্য আসামী ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় দর্শনা থানার ওসি মাহাবব্বুর রহমান কাজল।

দামুড়হুদার দেউলীতে ১০০ অসহায় পরিবারে মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে দেউলী সবুজ সংঘ ক্লাব চত্ত্বরে কাতার প্রবাসী দেউলী গ্রামের হাজী জামাল উদ্দীনের পুত্র আব্দুর রহমান জসিমের অর্থায়নে দেউলী সবুজ সংঘ ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দ্যেগে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেউলী গ্রামের শতাধিক দরিদ্র কর্মহীন পরিবারের মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকার শনিবার বেলা ২ টার সময় ক্লাবের সদস্য ছাত্রলীগ নেতা আরিয়ান আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে উক্ত ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্য সেতু পারভেজ (অন্তর), রাসেল, জাহিদ, আশরাফুল, রাসেল আল মামুন, জাবেন জুবায়েদ, তুরাদ প্রমুখ।

উক্ত ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্টানে নেতৃবৃন্দ বলেন, মহামারী করোনা ভাইরাস চলাকালীন দুর্যোগের সময় প্রবাসে থেকে ও আব্দুর রহমান (জসিম) এলাকার অসহায় মানুষের দুর্দিনে সহায়তা নিয়ে পাশে রয়েছেন।

জনপ্রতিনিধি না হয়ে ও তিনি মানুষের কল্যাণ মুলক কাজের জন্য সর্ব মহলের জনগণের কাছে প্রশংসীত হচ্ছেন তারা বলেন এই বৈশ্বিক মহামারিতে পূর্বে কয়েকবার দেউলী গ্রামে দরিদ্র, কর্মহীন, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের সাহায্য সহযোগীতা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন আব্দুর রহমান (জসিম)।
তার পক্ষ থেকে সব ধরনের সেবামূলক কার্যক্ষম অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তে ত্রাণ কার্য নগদ অর্থ এবং পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র আর্থিক সহায়তা ও ভিজিএফ এর নগদ অর্থ প্রদান হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা বারোটা িএশ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মিলনায়তনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার বলেন, দেশের বৃহৎ পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ করছেন এরই মধ্যে জনগণের কথা মনে রেখেছেন এজন্য পবিত্র ঈদ সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে আপনাদের জন্য নগদ টাকা সহায়তা পাঠিয়েছেন। আপনারা সকলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন তাহলে পরিবারের সকল সদস্যকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।

এ সময় তিনি আরো বলেন, করোনাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার উপহার সামগ্রী গরীব দুস্থ ভাসমান অসহায় মানুষজনকে তালিকার আওতায় এনে সকলকে এই উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হবে।

সভাপতির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, এই করোনাকালীন সময়ে সকল সরকারের সকল প্রকার বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল প্রকার দুস্ত ভাসমান ও অসহায় মানুষদের মাঝে পৌঁছে দেয়া কার্যক্রম চলমান আছে এবং চলমান থাকবে।

তিনি সমাজের বিত্তবান সকলকে এই কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তাদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা আওয়ামী লীগ এর ভারপ্রাপ্ত সাধারই সম্পাদক শাহাদাত হোসেন ইউপি সদস্য সহ উপকারভোগীর পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদায় ‘ওরা বন্ধু সংঘ’র উদ্যোগে গরীব, দুস্থ অসহায়দের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

দামুড়হুদা সদরে ‘ওরা বন্ধু সংঘে’র উদ্যোগে গরীর, বিধবা, দুস্থ অসহায় নারীদের মাঝে ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়েছে। জানাযায়, গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সংস্থাটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সেমাই, সুজি, চিনি, কিচমিচ, বাদাম, লবন, তেজপাতা, জিরা, আলু, পেঁয়াজ, শ্যাম্পু ইত্যাদি ঈদ উপহার হিসাবে বিতরণ করা হয়।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ কালে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুনবী, পদক প্রেসক্লাবের প্রেসক্লাবের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবীব, সাবেক সহ- সভাপতি ‘ওরা বন্ধু’র উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান কাজল মাষ্টার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ন সাধারণ ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ র সহ সভাপতি আসলাম মিয়া, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও দৈনিক মাথাভাঙ্গা সাংবাদিক এম আই মিরাজ।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন ‘ওরা বন্ধু সংঘে’র সভাপতি দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের দামুড়হুদা ব্যুরো প্রধান তানজীর ফয়সাল।

উল্লেখ্য, ৩৫ জনের মধ্যে এ উপহার বিতরণ করা হয়। আগামী ১০ মার্চ সোমবার আরো প্রায় ৫০ জন প্রতিবন্ধী, নির্মাণ শ্রমিক ও ভ্যানচালকদের মাঝে এ উপহার বিতরণ করা হবে হবে জানা গেছে।

বাড়িবাকাতে ফসলি জমিতে পুকুর খনন

সিরাজুদ্দোজা পাভেল:

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাকা এলাকায় অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে ফসলি জমির উর্বর মাটি (টপ সোয়েল)

কতিপয় জমির মালিকরা মাটি ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে অবাধে ফসলি জমির উর্বর মাটি বিক্রি করে দিচ্ছে। মাটি বিক্রির ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া সহ ফসলি জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সেই সাথে উৎপাদিত ফসল ফলানোর ব্যঘাত ঘটছে। এ ছাড়াও যন্ত্রদানব ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে নষ্ট হচ্ছে জমি ও রাস্তা।

অভিযোগ রয়েছে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ও ভূমি নীতিমালা লঙ্ঘন করে ফসলি জমিতে পুকুর খনন করছেন জনৈক চঞ্চল মিয়া নামের এক

ব্যক্তি। খননকৃত মাটি নেওয়া হচ্ছে চঞ্চল মিয়ার নিজস্ব ইট ভাটায়।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে, দেখা যায় বাড়িবাকা গ্রামের হাবিলের ধানী জমিতে গভীর করে পুকুর খননের কাজ চলছে।

খননের বিষয়ে মাটি বহনকারী ট্রাক্টর চালক জনি বলেন, এই মাটি যাচ্ছে চঞ্চল মিয়ার ভাটায়। মাটি কিনতে চায় বললে জনি বলেন, শহরের মধ্যে মাটি নিলে প্রতি গাড়ি এক হাজার টাকা পড়বে। দাম কমাতে হলে চঞ্চল মিয়ার সাথে কথা বলেন কারণ এই জমির মাটি চঞ্চল মিয়া কিনেছে। পুকুর খননের বিষয়ে চঞ্চল এর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে চঞ্চল জানান, মাটি আমি কাটছি।

জমির মালিক বাড়িবাকার হাবেল। ছোট আকারে একটি পুকুর কাটছি এতে অনুমতি নেওয়ার কি আছে।

ধানী জমির শ্রেণী পরির্বতন করে পুকুর করার জন্য অনুমতি নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুকুর কাটার কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।
এবিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম জানান, ফসলি জমি নষ্ট করে পুকুর খননের কোন সুযোগ নেই। এবিষয়ে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

গাংনীর কাজিপুর থেকে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর খন্দকারপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৫০০গ্রাম গাঁজাসহ শিপন আলী (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।
গতকাল শনিবার রাতে ডিবির এস আই আহসান হাবিব ও এএসআই হেলাল উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করেন।
আটক শিপন আলী কাজিপুর খন্দকারপাড়ার ওছিম উদ্দীনের ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

ভাইয়েরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে সক্ষম হবে। আমার এখানে পাঁচ থেকে ছয় রকমের আপেলের চারা আছে আর এগুলোর সবই বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী।

আমার বাগানে আপেলের গাছ আছে ২০টা, মাল্টার গাছ আছে ৭০টা, চায়না কমলার গাছ আছে ৭০ টা, দার্জিলিং কমলা ৭০টা সীডলেস লেবু ৫০টা। আমার এখানে বিক্রয় উপযোগী ৩ হাজার মালটা এবং ২৫০০ মতো আপেলের চারা আছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সাড়া পাচ্ছি। অনেকেই চারা কিনতে যোগাযোগ ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কালীগঞ্জে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরে নতুনবাজার এলাকা ফেনসিডিলসহ টোকন বিশ্বাস (৪০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

এ সময় তার কাছ থেকে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও সাড়ে ৪ লিটার বোতলে রাখা লিকুইড ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক টোকন বিশ্বাস উপজেলার হেলায় গ্রামের মৃত. আরমান আলী বিশ্বাসের ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই জাকারিয়া মাসুদের নেতৃত্বে শহরের নতুন বাজার এলাকা থেকে ২ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয় টোকন বিশ্বাসকে।

এরপর তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক হেলায় গ্রামের আলবেরুনির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরও ৮ বোতল ও সাড়ে ৪ লিটার লিকুইড ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আলবেরুনি পলাতক রয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামালার ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামলার ঘটনায় জাকির হোসেন জেকু নামের আরো একজন আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম সাহারবাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। জাকির হোসেন জেকু সাহারবাটি গ্রামের মৃত তুয়াজউদ্দিনের ছেলে।

তিনি বোমা হামলা মামলার পলাতক আসামী। এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের তিনজন আসামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, সাহারবাটি গ্রামে প্রকাশ্যে বোমা হামলার ঘটনায় আওয়ামী লীগের দুপক্ষের দুটি মামলা হয়েছে।

মামলা দুটিতে আসামী করা হয়েছে ৫৭ জনকে। এদের মধ্যে দু’পক্ষের তিনজন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। বাকি আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুর রাধাকান্তপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ড দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাধাকান্তপুর বাজার সংলগ্ন মতিনুর এর হোটেল থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এসময় কারিজুলের চায়ের দোকান ও মতিরুলের সাইকেল মেরামতের দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়। সংবাদ পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হোটেল মালিক মতিনুর জানান, গতকাল শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আমার কাছে ফোন আসে দোকানে আগুন লেগেছে। সংবাদ পেয়ে দোকানে পৌঁছে দেখি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমার দোকান পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা।